পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই-নিউজ

বর্ষ: ১২ | সংখ্যা: ১১৭

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

নভেম্বর ২০২২

মৃৎশিল্পের কারিগর অলোকা রানীর এগিয়ে চলার গল্প

আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে বলা হয় মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। মৃৎশিল্পের মূল কারিগর আমাদের দেশের কুমার সম্প্রদায়। যুগ যুগ ধরে তারা বংশপরম্পরায় তৈরি করে আসছে নানা রকম মৃৎশিল্প। এসব মৃৎশিল্পের মধ্যে রয়েছে মাটির কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসন-কোসন, পেয়ালা, মটকা, জালা, পিঠা তৈরির নানা ছাঁচ ইত্যাদি। মাটির এসব তৈজসপত্র নজর কাড়ছে বহু বছর ধরে। মাটি দিয়ে বিভিন্ন নকশা করে তৈরি করা হয় বিচিত্র সব পণ্য। মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এই কাজ হয় না। মৃৎশিল্পের জন্য প্রয়োজন পরিষ্কার এঁটেল মাটি। সেইসাথে দরকার যত্ন ও শ্রম এবং হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। নব প্রস্তর যুগে এই শিল্পের ব্যবহারের ব্যপকতা থাকলেও অতি প্রাচীন মায়া সভ্যতার সময় থেকে আজকের সময়েও এই শিল্পের চাহিদা অনেক। এমনই এক মৃৎ শিল্পের সফল কারিগর যশোর জেলার ঝিকরগাছা পৌরশহরের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অলোকা রানী পাল।

অলোকা রানী দুই বছর যাবত পদক্ষেপ এর যশোর জোন ও এরিয়ার আওতাধীন ঝিকরগাছা ব্রাঞ্চের পদ্মা মহিলা সমিতির সদস্য হিসেবে আর্থিক সেবা গ্রহণ করে মাটির বিভিন্ন পণ্য তৈরি এবং বিপনন করে আসছেন। দরিদ্র পরিবারের সন্তান অলোকা রানী পিতার পরিবারেও মাটির পণ্য তৈরির কাজ করতেন। এই পেশায় শ্রম ও কাজের দক্ষতাই প্রধান মূলধন যে দক্ষতা তারা পারিবারিক ভাবেই অর্জন করেছেন। তার বিয়েও হয় মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত এক পরিবারে। স্বামী নিমাই চন্দ্র পাল এইচএসসি পাশ করে চাকুরীর পেছনে না ঘুরে বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পের ব্যবসা করেই জীবিকা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। বিয়ের পর অলোকা রানী স্বামীর সাথে যৌথভাবে এই ব্যবসাকে এগিয়ে নিতে থাকেন। কুমোর চাকায় বসিয়ে কাদা-মাটিকে পণ্যের রূপে সাজিয়ে দেয়ার কাজ তার স্বামী করে থাকে এবং আনুষাঙ্গিক কাজগুলো অলোকা রানীর হাতেই সম্পাদিত হয়। এ কাজের উপযোগী উপাদান মাটি এবং তৈরিকৃত কাঁচা পণ্য পুড়িয়ে পাকা করতে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত কাঠ ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থের দরকার হয়। একারণেই পদক্ষেপ এর আর্থিক সেবা গ্রহণের সাথে যুক্ত হয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ সালে ১ম দফায় ৩৫ হাজার টাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে ২য় দফায় ৪০ হাজার এই দুই দফায় মোট ৭৫ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন অলোকা রানী পাল। এছাড়াও Life Enhancement Assistance Program (LEAP) এর আওতায় গত ৭ মার্চ ২০২২ তারিখে ৪০ হাজার টাকা মূল্যের একটি ফ্রিজ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন।

অলোকা রানী তার কারখানায় দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য ও শোভাবর্ধক বিভিন্ন প্রকারের মাটির পণ্য নির্মান করে থাকেন। দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে খেজুরের রস সংগ্রহের এবং রান্নার হাঁড়ি-পাতিল, কড়াই, পানির কলস, সোরাই, ভেন্টিলেটর ও পেয়ালা এবং শোভাবর্ধক পণ্যের মধ্যে ফুলদানি, ফুলের টব, শখের হাড়ি ও বিভিন্ন ধরণের পুতুল। সকল পণ্যই ক্রেতারা তার বাড়ির আঙ্গিনায় কারখানায় এসে ক্রয় করে। তবে শোভাবর্ধক বা সৌন্দর্য্যবর্ধন মূলক পণ্য সামগ্রি বিভিন্ন উৎসবে বা মেলায় বেশি বিক্রয় হয়।

এখন অলোকা রানীর মাসিক গড় নীট লাভ ৩০ হাজার টাকার অধিক। তাদের ২ ছেলে ও ১ মেয়ে। দুই ছেলেই শিক্ষিত। বড় ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন এবং সে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছোট ছেলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শেষে চাকুরী প্রত্যাশী। সম্প্রতি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। পূর্বের আর্থিক সংকট কাটিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছলতার দিকে এগিয়ে যাওয়া অলোকা রানী সফলতার অন্য নাম। পদক্ষেপ এর আর্থিক ও পরামর্শমূলক সহযোগিতায় অলোকা রানীর সংসারে শুধু স্বচ্ছলতাই আসেনি, এসেছে সচেতনতাও। তিনি সন্তানদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করেন, বিশুদ্ধ পানি পান ও বসবাসের পরিবেশের উন্নয়ন করেছেন। তাকে দেখে অন্যরাও সচেতন হচ্ছেন। এমনি করে ভবিষ্যতে আরও অনেক অলোকা রানীর দূর হবে দারিদ্র্য, এগিয়ে যাবে তারা আগামীর উন্নত জীবনের লক্ষ্যে। এসকল নারীদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের দারিদ্র্য দূর হলে বাংলাদেশ খুব সহজেই পৌঁছে যাবে সমৃদ্ধির সোপানে।

পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের রপ্তানি বাজারে প্রবেশাধিকার শীর্ষক লিঙ্কেজ কর্মশালা

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপ-প্রকল্পের রপ্তানি বাজার প্রবেশাধিকার শীর্ষক লিঙ্কেজ কর্মশালা গত ২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার শুরুতে সকলের সাথে পরিচিতি ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইরফানুল বারী সরকার। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর পরিচালক মোস্তফা সোহরাব চৌধুরী টিটু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন রংপুরের আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রক দপ্তরের এক্সিকিউটিভ অফিসার সফিউল আলম। এছাড়াও রংপুরের বাংলাদেশ তাঁতবোর্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইন্সট্রাকটর নিলীমা সরকার, জেডিপিসি সেন্টার ইনচার্জ মোঃ মাজিদুর রহমান প্রমুখ। প্রধান অতিথি বলেন, হস্তশিল্পে যে সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আছে তারা যদি সেবা নিতে চায় নিয়মানুযায়ী সেবা প্রদানে এবং পণ্য বাজারজাতকরণ ও সিগনেচার পণ্যগুলোর বিক্রি এবং রপ্তানি করার জন্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ক্রম উন্নয়নশীল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দ্বারা পণ্য উন্নয়ন, যুগোপযোগী ও বহুমুখীকরণ এবং বাজার সুদৃঢ় এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড বেগবান করার পাশাপাশি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সক্ষমতা অর্জন বা রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য এবং সহায়তা করবেন বলে জানান। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের মাঝে রংপুর চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সদস্য ফরম বিতরণ করা হয়। এসময় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম অবগত করার পাশাপাশি রপ্তানি বাজারে প্রবেশাধিকারে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নের উপর আলোকপাত করেন বক্তারা। অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মশালাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং তারা তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করে উপস্থিত সকলের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় পরিবেশ ছাড়পত্রের জন্য অ্যাডভোকেসি সভা

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ প্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের আওতায় গত ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রংপুর সদর এবং সিও বাজার শাখার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী পরিবেশ ছাড়পত্রের জন্য অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। সভাটি পদক্ষেপ এর হস্তশিল্প প্রকল্পের ডিজাইন এন্ড ডেভলপমেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার শুরুতে পরিচিতি পর্ব শেষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমী কর। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনার পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত ছাড়পত্র সম্পর্কে অবগত করা এবং ছাড়পত্র উত্তোলনের পদ্ধতি, ছাড়পত্র পেতে কি কি করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরিবেশ ছাড়পত্র কি, পরিবেশ ছাড়পত্র কেন প্রয়োজন, পরিবেশ ছাড়পত্র পেতে কত

টাকা খরচ লাগে, কোথায় গিয়ে পরিবেশ ছাড়পত্র বানাতে হয়, একটি পরিবেশ ছাড়পত্র এর মেয়াদ কতদিন, পরিবেশ ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হলে কি করণীয় এবং পরিবেশ ছাড়পত্র কিভাবে ও কোথায় নবায়ন করতে হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো অবগত করাই ছিল সভার মূল উদ্দেশ্য। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলার পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মিজানুর রহমান। তিনি সবাইকে অতি দ্রুততার সাথে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণের আহবান জানান। কারণ পরবর্তীতে রংপুর সদরে নবায়ন যোগ্য জ্বালানী পেতে হলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। এ বিষয়ে তিনি পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায় এবং মনিটরিং এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার মোস্তাফিজার রহমান প্রমুখ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশগত সচেতনতা বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে গত ৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে "পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প" উপ-প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জোনের জোনাল অফিসে ১টি এবং ২২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে "প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস" উপ-প্রকল্পের আওতায় রংপুরে পদক্ষেপ হস্তশিল্প এর ডিজাইন ডেভেলেপমেন্ট সেন্টারে ১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণটিতে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। ব্যবসায়িক সকল কার্যক্রম যেন পরিবেশকে ঠিক রেখে পালন করা হয় তার উপর বক্তারা আলোকপাত করেন।

রংপুরের প্রশিক্ষণে প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমী কর প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি নিরাপদ খাদ্য কি, খাবার কিভাবে নিরাপদ হতে পারে, কেন নিরাপদ খাদ্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে, ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরে কী কী ক্ষতি হতে পারে, সুষম ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা কেন প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এতে প্রধান অতিথি এবং রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলার পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান। তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে খাবার প্রস্তুত, পরিবেশন, সংরক্ষণ এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য মালিকদেরকে আহ্বান জানান। একই সাথে প্লাস্টিক ব্যবহার হ্রাস করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ্য ও সুন্দর পরিবেশ প্রদান করতে হলে আমদেরকেই সচেতন হতে হবে।

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, খাদ্য সংরক্ষণ এবং ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি, পোড়া তেল ও প্লাস্টিকের ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। তিনি বলেন, এই পোড়া তেল এবং প্লাস্টিক ব্যবহার করে আমরা প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ করেই যাচ্ছি। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারের বিষয়ে আমরা উপস্থিত সবাই যদি একটু সচেতন হই তাহলে পরিবেশ ভালো রাখতে পারবো। আমরা যেখানে সেখানে পোড়া তেল ফেলে দিয়ে অনেক ক্ষতি করে থাকি, তা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। তিনি প্রকল্প থেকে পোড়া তেল সংরক্ষণ করার জন্য স্টিলের যে বিন দেওয়া হয়েছে সেটাতেই তেলগুলো রাখা এবং এর নির্দেশনা পালনের আহবান জানান।

প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় ব্যবসায়িক ছাড়পত্রের জন্য অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ-প্রকল্প প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুর ব্রাঞ্চের এসইপি সদস্যদের নিয়ে "ব্যবসায়িক ছাড়পত্রের জন্য এ্যাডভোকেসি সভা" অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম), ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতেই সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্পের এনভায়রণমেন্ট অফিসার মৌসুমী কর। প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার ও সহকারী পরিচালক আয়শা সিদ্দিকার সভাপতিত্বে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে ব্যবসায়িক ছাড়পত্র প্রাপ্তির নিয়মাবলীর বিষয়ে উদ্যোক্তাদের অবহিত করার পাশাপাশি ট্রেড লাইসেন্স করতে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে এ্যাডভোকেসি সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সেশনভিত্তিক আলোচনা করেন টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার। তিনি বিজনেস সনদপত্র কি, সনদপত্র কেন প্রয়োজন, কোন কোন ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স নিতে হয়, ট্রেড লাইসেন্স কি কাজে লাগে, ট্রেড লাইসেন্স করতে কি কি লাগে, ট্রেড লাইসেন্স করতে খরচ কত, একটি ট্রেড লাইসেন্স এর মেয়াদ কতদিন ও মেয়াদ শেষ হলে কি করতে হবে এবং ট্রেড লাইসেন্স কিভাবে ও কোথায় নবায়ন করতে হয়, টিন সার্টিফিকেট কি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আয়শা সিদ্দীকা বলেন, যে কোন ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স একটি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট। আমাদের দেশে অনেকেই এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নয় বা গুরুত্ব দেয়না। তাই সঠিক ও বৈধভাবে যে কোন ব্যবসা পরিচালনায় ট্রেড লাইসেন্স এর কোন বিকল্প নেই । যাদের ট্রেড লাইসেন্স নেই তাদেরকে ট্রেড লাইসেন্স করতে এবং মেয়াদ শেষে নবায়ন করার আহ্বান জানান। সভাটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের একাউন্টস এ্যান্ড প্রকিউরম্যান্ট অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম।

পরিবেশ ক্লাবের সভা

নভেম্বর মাসে পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর ২টি উপ-প্রকল্পের মোট ৬টি পরিবেশ ক্লাবের মাসিক সভা সম্পন্ন হয়েছে। এরমধ্যে "পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প" উপ-প্রকল্পের রংপুর, কাউনিয়া, দিনাজপুর, বিরামপুর ও ঘোড়াঘাট উপজেলায় ৫টি এবং প্রমোশন অব সেইফ স্টিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় সিও বাজার শাখায় ১টি মাসিক ক্লাব সভা অনুষ্ঠিত হয়। "পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প" উপ-প্রকল্পের সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন রংপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার এহছানুল হক। সভাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল সকলকে প্রকল্প সর্ম্পকে অবহিত করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

অপরদিকে "প্রমোশন অব সেইফ স্টিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস" এর উপ-প্রকল্পের সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশের ক্ষতিকর পলিথিন এবং সেইসাথে খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজে ব্যবহৃত ক্ষতিকর কালি যা স্বাস্থ্য ঝুঁকির জন্য দায়ী সে সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান ও সকলকে অবগত করা। সভাগুলোতে পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাগুলোর পরিচালনা ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, সংশ্লিষ্ট এলাকার ইমাম, শিক্ষক ও ছাত্র এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প প্রকল্পের 'পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ২১ ও ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রংপুরে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপ-প্রকল্পের আওতায় 'পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার ঘটানো"। প্রশিক্ষণে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। ব্যবসায়িক সকল কার্যক্রম যেন পরিবেশকে ঠিক রেখে পালন করা হয় তার উপর আলোকপাত করেন বক্তারা। প্রশিক্ষণে রংপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার ফখরুল আহম্মেদ এবং রংপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার আব্দুল আলীম বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন প্রজেক্ট ম্যানেজার ইরফানুল বারী। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন পরিবেশ কর্মকর্তা মাজেদুল হক এবং পরিচালনা ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

নভেম্বর মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ১৫৭৬ জন

নভেম্বর ২০২২ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীর মাঠ পর্যায়ে শিক্ষানবীশকাল উত্তীর্ণ ৩১ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে 'দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে এবং ৪৬৩ জন প্রাথমিকভাবে মনোনীত কমিউনিটি ম্যানেজার এবং আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রোজেক্টের ১৮ জন স্টাফকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩২৫ জন সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (হিসাব)কে অনলাইন ভিত্তিক 'মাইক্রোজেন সফটওয়্যার বাস্তবায়ন' বিষয়ে এবং ৭৩৭ জন বিভিন্ন জোনের জেডএম, এএম, বিএম, এবিএম'কে Leap সফটওয়্যার বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সিডিএফ কর্তৃক Client Protection Principles MFIs বিষয়ে ১ জনকে এবং ১ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপককে পিকেএসএফ কর্তৃক Internal Audit বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ১২২০ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় নভেম্বর ২০২২ মাসে পদক্ষেপ'সহ ২৩টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ১২২০ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৬টি সভা ও ১২টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৪৪৯টি

নভেম্বর ২০২২ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৪৪৯ জন গ্রাহককে ২.১০ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৬,৬০৫ জন গ্রাহককে ৪৯৯.৮৮ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ২১৬ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

নভেম্বর ২০২২ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম পদে ২১৬ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে রংপুর জোনে ১৭ জন, দিনাজপুর জোনে ১৯ জন, ফরিদপুর জোনে ১০ জন, ঢাকা জোনে ১ জন, কিশোরগঞ্জ জোনে ৭ জন, ময়মনসিংহ জোনে ২১ জন, কুমিল্লা জোনে ২২ জন, বি-বাড়িয়া জোনে ২৬ জন, বরিশাল জোনে ১২ জন, ভোলা জোনে ৯ জন, চট্টগ্রাম (দক্ষিণ) জোনে ৬ জন, চট্টগ্রাম (উত্তর) জোনে ১৩ জন, রাজশাহী জোনে ৪৩ জন, যশোর জোনে ১০ জন।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

নভেম্বর ২০২২ মাসে সিপিএফ হতে ৪০ জন কর্মীকে ৩৬,১৫,৩৪১/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৪৭ জন কর্মীকে ১,৬৯,৪৩৪/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৪২ জনকে ২১,০৭,৮৭৩/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ২৪ জনকে ৬,৬৫,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org